"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সঙ্গমযুগ হলো ব্রাহ্মণদের পুরী, এখানে তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছো, তোমাদেরকে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে আর সবাইকে বলতে হবে যে তারাও যেন অসীম জগতের বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞানকে ভালোভাবে বোঝার জন্য কোন্ ধরণের বুদ্ধি চাই?

*উত্তরঃ - ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্নরাই এই জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এটা হল অসীম জগতের ব্যবসা। বাবা বাচ্চাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলে দিচ্ছেন। বাচ্চাদের কাজ হলো পরিশ্রম করা। এমন যুক্তি বের করতে হবে যার দ্বারা নিজেরও উপার্জন জমা হবে আর সকলেরও কল্যাণ হবে। বাবার স্মরণ আর সেবাই হলো উপার্জনের সাধন।

*গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি । পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বলছেন যে আমাকে অর্থাৎ নিজের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে ভুলে যাবে না। গাওয়াও হয়ে থাকে গীতার ভগবান। বাইবেলের ভগবান বা কোরানের ভগবান কখনও কেউ বলবে না। কোনও ধর্মস্থাপক এমন বলবে না যে বাচ্চারা, এখন আমাকে, তোমাদের পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো। এমন কেউ কাউকে বলতে পারবে না। বাচ্চা জন্ম নেয়, বাবাকে জানে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকে কেননা সে উত্তরাধিকারী হয়। এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন - হে আমার হারানিধি বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে পরমধাম নির্বাণধামে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমরা ভক্তি করার সময়ও আমাকে স্মরণ করেছিলে। এখন আমি বলছি - তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে সুখধামে নিয়ে যাবো। তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে দেখো - তোমরা অর্ধেক কল্প কতো দুঃখভোগ করেছো! প্রথম থেকেই এত দুঃখ ছিলো না। পরবর্তীকালে দুঃখ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। সকল ধর্মের আত্মাদের বলছেন - হে আমার বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে ভাই-ভাই মনে করে এসেছো। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যিনি হলেন পারলৌকিক বাবা, যাঁকে সব জীবাত্মারা দুঃখে স্মরণ করে এসেছে - তিনি এখন ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বোঝানো হয় - ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কেবল কুমারীরাই ছিল না। কুমার - কুমারী দুইরকম বাচ্চাই ছিল। ভাই-বোন ছিল - ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। একই বাবার বাচ্চা, একই ঠাকুর্দার পোত্র-পৌত্রী। বাচ্চারা, তোমাদের সম্মুখে বসে বাবা বোঝাচ্ছেন। তোমরা বাবার সম্মুখে বসে শুনছো, বুঝতে পারছো যে আমরা সবাই হলাম নিরাকার বাবার বাচ্চা। অবশ্যই আমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার থেকে স্বর্গের বাদশাহী নেওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছি। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা যা কিছু তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, সেগুলি আবার অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। যারা লৌকিক ভাই-বোন, তাদেরকে বোঝাতে হবে। তোমরা এখন থেকে পারলৌকিক হয়ে গেলে। পারলৌকিক বাবার থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছো। তোমরা বলবে পারলৌকিক ভাই-বোন। তারা হল লৌকিক ভাই-বোন।

তো বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, অবিকল ৫ হাজার বছর পূর্বের ন্যায় তোমরা বুদ্ধির যোগ লাগাও তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করাকেই যোগ-অগ্নি বলা হয়। এই সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত করবে। তিনি হলেন এক নিরাকার বাবা, এই ব্রহ্মা মুখ দিয়ে শোনাচ্ছেন। অবশ্যই রথ তো চাই, তাই না, যে রথের উপরে তিনি সওয়ারী হবেন। এটা হল রথ, এতে পরমপিতা পরমাত্মা সওয়ারী হয়ে বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে বোঝাচ্ছেন, যার দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজা-রাণী হয়ে যাবে আর নিরন্তর স্মরণ করলে বিকর্মাজিৎ হয়ে যাবে, পাবন পূণ্য আত্মা হয়ে যাবে। বাবা যে স্বর্গ স্থাপন করেন, সেই স্বর্গে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা-মহারাণী হবে। সেটাও ২১ জন্মের জন্য আর ভারতে যাকিছু উৎসব হয় - শিব জয়ন্তী, হোলী, রাখী, জন্মাষ্টমী, দেওয়ালী ইত্যাদি এইসব উৎসবের মহত্ব আর প্রত্যেকের বায়োগ্রাফী আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। এসো ভাই-বোনেরা, আমি তোমাদেরকে বাবার পরিচয় দেবো। পরিচয় জেনে, সহজ রাজযোগ শিখে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, পবিত্রতা-সুখ শান্তিময় অটল অখন্ড রাজ্য করবে। এটা কাউকে বোঝানো খুব সহজ। এই রীতি লিখতেও হবে। বাবার বোঝানো এই রহস্য আমি তোমাদেরকে বোঝাবো। বাবা বাচ্চা হলে, তবে তো উত্তরাধিকারী হবে,

তাই না। তোমরাও এসে অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নাও। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো। সেসব হল দুঃখময় উত্তরাধিকার, কেননা এটা হলোই রাবণরাজ্য। রামের রাজ্যে সর্বদা সুখ ছিল। পুনরায় মায়া রাবণের রাজ্যে তোমরা দুঃখী হয়েছো। এটা তো তোমরা যে কাউকে বোঝাতে পারো। পাব্লিক ভাষণেও তোমরা বোঝাতে পারো। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। তারপর হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর, তারপর তাদের মহিমা। গাওয়াও হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। তাহলে অবশ্যই তিনি স্থূল বতনে হবেন। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্মার সন্তান। তাকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণ বর্ণ চাই। উঁচুর থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ বর্ণ। কে স্থাপন করেন? পরমপিতা পরমাত্মা। সবাই হল পিতার বাচ্চা। ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের বসে পড়াচ্ছেন। এটা হল সঙ্গম যুগ, ব্রাহ্মণদের পুরী। তারপর রুদ্র পুরীতে গিয়ে বিষ্ণুপুরীতে আসবে। সবার আগে রুদ্রমালাতে সে আসবে, যে নিরন্তর স্মরণ করবে। সূর্য বংশী চন্দ্র বংশী রাজা হবে তাই না। তো এই সময় পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা রাজযোগ শিখলে রাজপদ প্রাপ্ত হবে। বাবা বলছেন যে - নিরন্তর আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো, বুদ্ধির যোগ আমার সাথে লাগাও। এটা হল আত্মিক যাত্রা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো তোমরা লৌকিক যাত্রা করে এসেছো, এখন বাবা এসে আত্মিক যাত্রা শেখাচ্ছেন। বলছেন যে আমাকে (তোমাদের বাবাকে) আর সুইট হোমকে স্মরণ করো, যেখান থেকে তোমরা এসেছো এখানে ভূমিকা পালন করতে। তোমরা গৌর (সুন্দর) ছিলে, সমগ্র বিশ্বে রাজ্য করেছিলে তারপর তোমরা কাম চিতাতে বসে কালো হয়ে গেছো, সুন্দর থেকে শ্যাম হয়ে গেছো। ভারত বড়ই সুন্দর ছিল। নামই হল স্বর্গ, এখন তো নরক হয়ে গেছে তাই না। তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও তাই উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান শিব তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - এনাদের দ্বারা বাবা কার্য সম্পন্ন করেন। এনাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন। তিনি হলেন করণকরাবনহার, তাই না। ব্রহ্মার দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে এই রাজযোগ শেখানো সম্পূর্ণ হলে তারপর বিনাশ হবে। তারপর যে নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে সেখানে গিয়ে তোমরা রাজ্য করবে, কিন্তু সেটা যে যেমন পুরুষার্থ করবে...। সব কিছুর আধার হল পুরুষার্থ। বলে যে গঙ্গা হল পতিত-পাবনী, তারপরও পরমাত্মাকে কেন ডাকে - হে পতিত-পাবন এসো? তো পূজারী ভক্তদের ভক্তির ফল প্রাপ্ত হওয়া চাই, তাই না। স্বর্গে তোমাদের জীবন্মুক্তের ফল প্রাপ্ত হয়, অন্য সকলের শান্তির ফল প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে সুখ-শান্তি দুটোই ছিল, সবাই সুখী ছিল - যারা রাজযোগ শিখেছিল। বিকর্ম বিনাশ তো করতেই হবে, হিসাব নিকাশ পরিশোধ তো করতেই হবে। পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে। সবাইকে হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করিয়ে, পাবন বানিয়ে বাবা সাথে করে নিয়ে যাবেন। এই সব রহস্যগুলিকে বুঝতে হবে।

সাধারণ মানুষ ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে তাই অবশ্যই ভগবানকে সৃষ্টিতে আসতে হয়। তিনি বলছেন যে - সৃষ্টিতে এসে ভক্তদেরকে ভক্তির ফল দান করি। মুক্তি বা জীবন্মুক্তি, শান্তি বা সুখ দান করি। জগতের সবাই সুখ, শান্তি বা সম্পত্তিই প্রার্থনা করে। সাধারণ মানুষ তো সম্পত্তির জন্যই পুরুষার্থ করে, ধনবান হতে চায়। তারা মনে করে যে সম্পত্তির মধ্যেই সুখ আছে। কিন্তু যদিও কারোর অনেক সম্পত্তি থাকেও তথাপি রাজ্য তো মায়ার-ই, তাই না। এটা হল পতিত দুনিয়া, তো পাপ অবশ্যই হবে। সম্পত্তির জন্য অনেক পাপ করে। এটা হলই পাপাত্মাদের দুনিয়া। এখানে কোনও পূণ্যাত্মা নেই। পূণ্যাত্মাদের দুনিয়ায় আবার কোনও পাপাত্মা থাকবে না। যথা রাজা রাণী তথা প্রজা পূণ্যাত্মা হয়। এই পাবন দেবী দেবতাদেরকে পতিত দুনিয়াতে রাজারাও পূজা করে কেননা তারা মনে করে যে দেবী-দেবতারা হলেন সর্বগুণসম্পন্ন। আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই, নিজেই নিজের প্রতি দয়া করে... আবার এটাও বলে যে আমিই হলাম ভগবান। পতিতদের পাবন বানান তো এক বাবা। পতিত-পাবন বললেই বুদ্ধি নিরাকার ভগবানের দিকে চলে যায়। নিরাকারের উপাসনাও তো হয় তাই না। তো এই নিরাকার বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, যতক্ষণ তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় না জানবে ততক্ষণ উপাসনা করবে কিভাবে? যদিও বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন শিব। নিরাকারের উপাসক আছে তাই না, যারা নিরাকারকে স্মরণ করে। কিন্তু তিনি কে? সম্পূর্ণ পরিচয় চাই তাই না। নিরাকারকে কেন স্মরণ করে, তাঁর থেকে কি প্রাপ্ত হবে? তারা কি নিরাকারী দুনিয়াতে যেতে পারবে? আত্মাদের তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার রাস্তা জানা নেই। যদিও সবাই স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় না জেনে। এইভাবে স্মরণ করলে তো কেউ পবিত্র হতে পারবে না। এখানে নিরাকার নিজে সাকারে আসেন। সাধারণ মানুষ তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য কতো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে! কিন্তু কেউ যেতে পারে না। রাস্তাও জানা নেই। লৌকিক যাত্রায় পান্ডারা রাস্তা জানে, তাই তো নিয়ে যায়। এখানে এই রাস্তাকে কেউ জানে না, যে বোঝাবে। এই জন্য বলে দেয় অন্তহীন, তারপর কেউ বলেছে নিরাকার আছে, তো আবার নিরাকারের উপাসক হয়। আজকাল তো আবার বলে দেয় যে আমি হলাম সে-ই। দিন-প্রতিদিন তমোপ্রধান মৎ হয়ে যাচ্ছে। যে আসে সে বলতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা। সর্বব্যাপী বললে তো সবাই উঁচুর থেকে উঁচু হয়ে যায়। এতো পতিত-দুঃখী, এরা আবার উঁচুর থেকেও উঁচু কিভাবে হবে। একদিকে বলে ভগবান নাম রূপ থেকে পৃথক,

তারপর আবার তাঁকে পাথর নুড়ি কাঁকড়ের মধ্যে মনে করা, একেই ধর্ম-গ্লানী বলা হয়। এখন আবার বলে যে আমরাই হলাম পরমাত্মা। এখন যাকিছু পাস্ট হয়ে গেছে, সবই হল ড্রামা। এটা আবারও হবে। ভুলের পিছনে ভুল, নিন্দার পর নিন্দা করতে করতে ভারত এইরকম পতিত হয়ে গেছে বাবার পরিচয় তো সকলের জানা দরকার। তোমাদের প্রভাব বের হবে, এত অধিক ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এটা তো অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মার কথা। সবথেকে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর অনেক মহিমা হয়, তাঁর মহিমার কোনও অন্ত নেই। এখন বাবা বসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন - আমি কি করি? আমি এসে সকল পাপাত্মাদের পূণ্যাত্মা বানাই, রাজযোগ শেখাই। গাওয়াও হয়ে থাকে ঈশ্বরের গতি-মতি সম্পূর্ণ পৃথক। সেটা তো অবশ্যই তিনি যখন এখানে আসবেন, তবে তো মত প্রদান করবেন তাই না। যীশু খ্রীষ্টের সোল (আত্মা) আসে, এসে খ্রীষ্টাণ ধর্ম স্থাপন করে। বাবার মত হলো সবার থেকে আলাদা। এই বাবা তো হলেন সবার থেকে উঁচু (শ্রেষ্ঠ)। ভারতের মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর দেবী-দেবতারাই ডবল মুকুটধারী হয়েছেন। বাবার হলো শ্রীমৎ। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই, যেটা আর কেউ শেখাতে পারবে না। লেখা আছে - ভগবানুবাচ। তিনি হলেনই হেভেনলি গড় ফাদার, যিনি স্বর্গ স্থাপনা করছেন, স্বর্গের জন্য তোমাদের ব্রাহ্মণদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম সবথেকে উঁচু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল। বাবা সেবার যুক্তি অনেক বলে দেন। যদি কেউ গালিও দেয়, তোমরা চিত্র রেখে দাও, সেখানে লেখা থাকবে যে এই বর্ণতে ভারতই আসে। এখন হল কলিযুগ, শূদ্র বর্ণ। পুনরায় তোমরা বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমাদের নাম হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমাদের চিত্র এমন হতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, এইরকম চিত্র তো আগে কখনও দেখিনি। এই জ্ঞান ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্নরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এই ব্যবসাও খুব ভালো। তাই যিনি শ্রীমত দিচ্ছেন তিনিও হলেন সর্বোত্তম। কিন্তু অনেক বাচ্চা পরিশ্রম করে না। ঘরে শুয়ে বসে থাকে, তাই বাবা উৎসাহ দিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন। তোমরা একটা চিত্র বানাবে, এর দ্বারা হাজার হাজার মানুষের কল্যাণ হবে, সবাই তোমাকে বাহবা দেবে। বন্দেমাতরম্ বলবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) রুদ্র মালাতে প্রথম নম্বরে আসার জন্য নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবা আর সুইট হোমকে স্মরণ করে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে।

২) আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে সত্যিকারের যাত্রা করাতে হবে। এক বাবার শ্রীমতের দ্বারা নিজেকে ডবল মুকুটধারী বানাতে হবে।

বরদানঃ- স্বস্থিতির শক্তির দ্বারা যেকোনও পরিস্থিতির মোকাবিলাকারী মাস্টার নলেজফুল ভব

স্ব-স্থিতি অর্থাৎ আত্মিক স্থিতি। পর-স্থিতি ব্যক্তি বা প্রকৃতির দ্বারা আসে কিন্তু যদি স্বস্থিতি শক্তিশালী থাকে তো তার সামনে পর-স্থিতি কিছুই নয়। স্ব-স্থিতিতে স্থিত থাকা আত্মা কোনও প্রকারের পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেনা কেননা সে নলেজফুল আত্মা হয়ে গেছে। তার মধ্যে তিনকালের, সকল আত্মাদের নলেজ আছে। সে জানে যে এটা হল পরবশ এইজন্য শুভভাবনা, শুভকামনার দ্বারা তার সেবা করবে, ঘাবড়াবে না, সর্বদা তার মুখে হাসি থাকবে।

স্লোগানঃ- ভাগ্যবান হলো সে যে সর্বদা ভাগ্যের গুণ গায়, দুর্বলতার নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;